# ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ
## তথ্য ,সংস্কৃতি ও পর্যটন
## খুমুলুঙ ,পশ্চিম ত্রিপুরা ।

===========================

আধুনিক চাষে উপজাতিদের এগিয়ে আসার আহ্বান — এডিসি।স-০৯
গজেন্দ্র ত্রিপুরা — খুমুলুঙ,৭।১।২০১০ইং

সাব্রুম মহকুমার রূপাইছড়ি কৃষি মহকুমার উদ্যোগে মনুবঙ্কুলস্থিত চেথুয়াং হলে দুইদিন ব্যাপী কৃষক সন্মেলন গত ৫ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় । কৃষক সন্মেলনের সূচনা করেন কৃষি বিভাগের নির্বাহী সদস্য শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরা । প্রধান অতিথি এম ডি সি তথা রূআপাইছড়ি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমংসাজাই মগ উপস্থিত ছিলেন । বিশেষ অতিথি হিসেবে এম ডি সি শ্রীচন্ডীচরণ ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন । সভায় সন্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিভাগের প্রধান আধিকারিক শ্রীপি.পাল চৌধুরী । সভায় সভাপতিত্ব করেন রূপাইছড়ি ব্লকের কৃষি স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীবিমল ভৌমিক । স্বাগত ভাষণ রাখেন রূপাইছড়ি কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীসুনীল দেবনাথ । রূপাইছড়ি ব্লকের ১৯টি ভিলেজ কমিটির এলাকার ১০০ জন চাষী সন্মেলনে অংশ নেন । সন্মেলন শেষ হয় গত ৬ জানুয়ারী । সন্মেলন শেষে কৃষি দপ্তর থেকে ১০০ জন চাষীর মধ্যে ১টি করে কোদাল বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় ।

উদ্বোধনী ভাষণে কৃষি দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরা বলেন ২০১২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ও এডিসি প্রশাসন যৌথ ভাবে কাজ করছে । উন্নত প্রথায় জমি চাষ করার লক্ষ্যে চাষীদের আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে । পরবর্তী সময়ে কাঞ্চনপুর এবং খোয়াই এ কৃষকদের অনুরূপ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বলে তিনি জানান । শ্রীত্রিপুরা আরও বলেন মৎস্য চাষে ত্রিপুরা সমগ্র দেশের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে । চাষীগণ উন্নত প্রথায় জমি চাষ করেন,তাহলে খাদ্যে ও স্বয়ং সম্পূর্নতা অর্জন করতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন । পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । তিনি বলেন রাজ্য সরকার কাঞ্চনপুর ,ছামনু ,মনু ,তুলাশিখর, মান্দাই,রূপাইছড়ি কৃষি মহকুমার এবং উদ্যান দপ্তর থেকে কাঞ্চনপুর ও ছামনু কৃষি মহকুমা পরিচালনার দায়িত্ব এডিসির হাতে অর্পন করেছে । এডিসি এলাকায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে । সব জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি । জলসেচের আওতায় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । এডিসি এলাকার উপজাতি চাষীগণ আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাসে আগ্রহী নয় । সেই পুরানো পদ্ধতিতে জুম চাষকে উপজাতিরা চাষে আকড়ে রয়েছে । শ্রীপদ্ধতিতে ধান চাষ করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন । তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচলা করে বক্তব্য রাখেন । দেশে এখন মহামন্দা চলছে । মন্দার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে কেন্দ্রীয় সরকার সার কীটনাশক ঔষধের উপর থেকে ভুর্ত্তকী প্রত্যাহার করে নিচ্ছে । শ্রীত্রিপুরা বলেন এডিসি এলাকায় ৪৫ হাজার জুমিয়া পরিবার রয়েছে । এদের মধ্যে ২৫ হাজার পরিবার ভূমিহীন জুমিয়া পরিবার ।

পৃ-২

এডিসি প্রশাসন গত বছরের মতো এবার ও ১২ হাজার জুমিয়া পরিবারকে জুম চাষের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে । প্রত্যেক পরিবার ১৯০০ টাকা করে পাবে । রাজ্যে এখন বৈরী কাজকর্ম কমছে । বৈরী কাজ কমায় পাহাড়ী অঞ্চলে উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব হচ্ছে । শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন । তিনি বলেন শান্তির পরিবেশ নষ্ট হলে পুনরায় উন্নয়ন স্তব্ধ হবে । বৈরী কাজের কারণে এক সময় রাজ্যের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল । সেই পরিবেশ পুনরায় ফিরে না আসে সেদিকে নজর রাখার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন ।

| | |
|---|---|
| রামনগরের নব নির্মিত বাজার শেডের দ্বারোদঘাটন: ব্যয় ৩.৭৫ লক্ষ টাকা | এডিসি।স-১০ খুমুলুঙ,৭।১।২০১০ইং |

গত ৪ জানুয়ারী গন্ডাছড়া সাব জোন অন্তর্গত রামনগর ভিলেজের রামনগর বাজারের নব নির্মিত পাকা বাজার শেডের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কৃষি বিভাগের নির্বাহী সদস্য শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরা । প্রধান অতিথি হিসেবে প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীরনবীর দেববর্মা নব নির্মিত পাকা বাজার শেডের ফলক এবং বাজার শেডের দ্বারোদঘাটন করেন । সন্মানিত অতিথি হিসেবে এম ডি সি শ্রীহরেন্দ্র ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন । রামনগর ভিলেজের চেয়ারম্যান শ্রীনিত্যানন্দ রিয়াং সভায় সভাপতিত্ব করেন । গন্ডাছড়া সাব জোনের আধিকারিক সভায় স্বাগত ভাষণ রাখেন । উদ্বোধনী তথা কৃষি বিভাগের নির্বাহী সদস্য শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরা বলেন এডিসিতে ১৪০টি বাজার রয়েছে । বাজারগুলো এডিসি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে । বেশ কিছু বাজার থেকে ভাল রাজস্ব আদায় হয় । বাজার উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । রামনগর বাজার শেড নির্মাণে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে ।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীরনবীর দেববর্মা বলেন বাজার হচ্ছে মিলন ক্ষেত্র । জাতি উপজাতি অংশের মানুষ এখানে মিলিত হয় । উন্নয়ন সম্প্রসারনের প্রধান দিক। বামফ্রন্ট সরকার গ্রাম পাহাড়ের হাট বাজারগুলোতে আধুনিক রূপ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে । পাহাড়ের বিভিন্ন হাট বাজারগুলোতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রোদ বৃষ্টিতে পুড়ে ভিজে বসতেন । বাজার শেড ,বাজার স্টল হওয়ায় এখন তাদেরকর খোলা আকাশের নিচে বসতে হয় না ।

| | |
|---|---|
| কৃষি বিভাগের নির্বাহী সদস্য শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরা দক্ষিণ জোনের বিভিন্ন এলাকা সফর | এডিসি।স-১১ খুমুলুঙ,৭।১।২০১০ইং |

কৃষি বিভাগের নির্বাহী সদস্য শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরা গত তিনদিন দক্ষিণ জোন্যালের বিভিন্ন অফিস এবং বিভিন্ন এলাকা সফর করেন ।শ্রীত্রিপুরা গন্ডাছড়া ,বীরচন্দ্র মনু ,কালাডেপা এবং মনু বনকুল সাব জোন অফিস , মাগরুম ,বৈষ্ণবপুর ,বিষ্ণুপুর ,মনু বনকুল ,বুদ্ধিপাড়া ,বনবাই পাড়া এলাকা সফর করেন । এলাকা সফর কালে তিনি এডিসির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে জনগণের কাছ থেকে অবহিত হন ।

পৃ-৩

মানুষ পত্রিকার সম্পাদকের মৃত্যুতে এডিসির চেয়ারম্যান, মুখ্য নির্বাহী সদস্য ও নির্বাহী সদস্যের শোক

এডিসি।স-১২
খুমুলুঙ,৭।১।২০১০ইং

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা সবশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীশান্তিরঞ্জন রিয়াং মানুষ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তথা সম্পাদক কমলা রঞ্জন তলাপাত্রের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন । এক শোক বার্তায় শ্রীরিয়াং প্রয়াত কমলা রঞ্জন তলাপাত্রের শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন ।

এদিকে এডিসির মুখ্য নির্বাহী সদস্য শ্রীরণজিৎ দেববর্মা রাজ্যের বর্ষীয়ান সাংবাদিক মানুষ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তথা সম্পাদক কমলা রঞ্জন তলাপাত্রের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ।

এদিকে এডিসির তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীরাধাচরণ দেববর্মা বর্ষীয়ান সাংবাদিকের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান ।